

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

20092 - ইলমে দ্বীন অর্জন করার হুকুম কী?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন অর্জন করার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে কফিয়া। যদি কিছু ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনে মনোনবিশে করে যাদরে দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হওয়া সম্ভব তাহলে অন্যদরে ক্ষেত্রে ইলমে দ্বীন অর্জন করা সুন্নত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপরে ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে আইন। এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে- ব্যক্তি যবে ইবাদত বা যবে লেনেদনে করতে চাচ্ছে সে ইবাদত পালন ও সে লেনেদনে বাস্তবায়ন করার জন্য যতটুকু ইলম প্রয়োজন ততটুকু ইলম অর্জন করা তার উপর ফরজে আইন। এর বাইরে যবে ইলম সে ইলম অর্জন করা ফরজে কফিয়া। তালবিল ইলমেরে উচতি আপন মনে এ অনুভূতি জাগ্রত রাখা যবে, সে একটি ফরজে কফিয়া আমল পালন করছে যাতবে করে সে ইলম অর্জনের মাধ্যমে একটি ফরজ আদায়েরে সওয়াব পায়।

এতে কোন সন্দেহে নহে যবে, ইলমে দ্বীন হাছলি সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। বরং এটি আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করার তুল্য। বিশেষতঃ আমাদের বর্তমান সময়ে যবে সময় মুসলিম সমাজে বদিআতেরে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং ক্রমান্বয়ে প্রসারতি হচ্ছে। ইলম ছাড়া ফতোয়া দেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে লোক না জনে তরকে লপ্তি হচ্ছে। মুসলিম যুব সমাজেরে উপর এ তনিটি কারণ ইলম অর্জনে এগিয়ে আসাকে অনবির্য করে দেয়।

এক: বদিআতেরে বহিঃপ্রকাশ।

দুই: উপযুক্ত ইলমদার না হয়েও ফতোয়া প্রদানে এগিয়ে আসা।

তনি: এমন সব মাসয়ালা নিয়ে তরক করা যবে মাসয়ালাগুলো আলমেদরেরে নকিট সুস্পষ্ট। কনিতু এমন ব্যক্তি এসব মাসয়ালা নিয়ে তরক করেনে যার এ ব্যাপারে কোন ইলম নহে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এসব কারণে আমাদের এমন কিছু আলমে প্রয়োজন যাদের জ্ঞান সুদৃঢ় ও ব্যাপক। দ্বীনরে ব্যাপারে যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক নির্দেশনা দয়ার মত যাদের প্রজ্ঞা আছে। অনেকে মানুষ এমন আছে যাদের কাছে শুধু বশিষে কোন মাসয়ালার তাত্ত্বিকি জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু মানুষেরে জন্য কোনটা কল্যাণ বা মানুষেরে শিক্ষাদান পদ্ধতি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই কোন কোন বিষয়ে তাদেরে ফতোয়া বড় ফতিনা-ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যে ফতিনার পরধি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।